গাংনীর মাহফুজা হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে মাহফুজা খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি আসাদুল মোল্লাহ (৪৫) এবং ১৬ নং আসামি জালাল মোল্লাহ (৫৫)।আসাদুল্লাহ বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার নুরাল মোল্লার ছেলে ও জালাল মোল্লা একই গ্রামের আব্দুল মোল্লার ছেলে।

গতকাল রবিবার বিকালের দিকে মামলার তদন্ত অফিসার সঞ্জিব কুমার পাল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় বিয়াই সম্পর্কের দুটি পরিবারের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আব্দুর রশিদের স্ত্রী আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানা আহত হন।

পরে গত শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই ঘটনায় ১৬ জনকে এজাহার নামীয় আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ২, তারিখ ০২/০৩/২৫ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকী আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

বিএনপির দুই পক্ষের ৫ কর্মী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাজনৈতিক কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সৃষ্ঠ সংঘর্ষে পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মুজিবনগরের রতনপুর গ্রামের হাসমত খাঁ’র ছেলে মো: জসিম উদ্দীন (৪০), আরোজ আলীর ছেলে শেরেগুল ইসলাম (৪২), মতেহার আলীর ছেলে জাহান আলী (৪৩) ও আসমত আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ ও হোটেল মালিক জানসুরাত (৫০)।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসাপতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ত্যক্ষদর্শিরা জানান, কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে জসিম উদ্দীন, শেরেগুল ইসলাম, আব্দুর রশিদ ও জাহান আলী অপরপক্ষে মোঃ ইয়াসিন (৪০ বোরহান (৪২), সাগর (২২) আশিক(৩০), দিদার (৩৫) ও সহোদর ভাই রুবেল এবং ছগির হোসেনের মধ্যে এলাকায় অধিপত্য বিস্তার নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। হোটেল মালিক জানসুরাতকে মারধর করে এই ঘটনার জের ধরে দ্বিতীয় দফায় লাঠিশোঠা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ চলাকালিন সময়ে পাঁচজন আহত হন।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। সংঘাত এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গাংনীতে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ভোটরা দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা। আলোচনা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নাহিদ ইসলাম।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে ধরেন। সেই সাথে নতুন ভোটারদের নিবন্ধন ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় ভোটার দিবস

পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা নির্বাচন অফিসার মো. ওয়ালিল্লাহ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় এছাড়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, টিটিসির অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার প্রমুখ।

এর আগে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে একটি র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবসের সূচনা করা হয়।

এবার বিয়াই বাড়ির হামলায় আহত বিয়াইনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

গকতাল শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহত মাহফুজা খাতুন গাংনী উপজেলা বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রæয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মাহফুজা খাতুন ও তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানাকে বিয়াই বাড়ির লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। দুইদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় আমি এখন মামলা করার জন্য গাংনী থানায় রয়েছি।
রাসেল আহমেদ জানান, আমার বড় ভাই সোহেল রানার সাথে প্রায় আড়াই বছর আগে একই গ্রামের শওকত আলীর মেয়ে পিংকির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলনা। কয়েক দিন আগে আমার ভাই সোহেল রানা ও ভাবি পিংকির মাঝে মনোমালিন্য হয়। আমাদের বাড়ি এসে ঘটনাটি পিংকির চাচী দুলাল হোসেনের স্ত্রী রেবেকা খাতুন শোনেন। পরে তাঁদের পরিবারের মাঝে সত্য মিথ্যা বলে উস্কে দেন। পরে পিংকির পিতার পরিবারের লোকজন গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ির উপর এসে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিশোঠা নিয়ে হামলা করে। এতে আমার আব্দুর রশিদ মা মাহফুজা খাতুন, ও ভাই সোহেল রানা জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে একটি লিখিত এজাহার দিয়েছেন। মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেন।

মেহেরপুরে মানবাধিকার রক্ষায়

দিলারা পারভীনের অনন্য স্বীকৃতি

মেহেরপুর জেলার মানবাধিকার ও সমাজসেবার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন ‘মানবিক কন্যা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় স্বীকৃতি, যা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবিকতার নিদর্শন বহন করে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার (১ মার্চ) বিকেলে শহরের শরীফ আহমেদের আম্র কাননে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল আজিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যবসায়ী মোঃ মশিউর রহমান খান ও সমাজসেবক মোঃ মুক্তার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ।

এছাড়াও এসময় সাংবাদিক রফিকুল আলম, মোঃ আজমাইন হোসেন, মেরিয়েন শুভ্রতা, সমাজসেবী নিলুফার ইয়াসমিনউপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, যারা মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মানবতার সেবায় দিলারা পারভীনের এই অবদান শুধু মেহেরপুর নয়, পুরো দেশবাসীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মনিবেদন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে দিলারা পারভীনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সাকিল আহমাদ কুষ্টিয়ার একটি ক্যাডেট মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার টঙ্গি তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পরে রাজধানীর নর্দান ইউনিভার্সিটি থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। সেখানেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই সাকিল আহমাদ সাংবাদিকতা শুরু করেন। ঢাকার কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় অনলাইন পোর্টাল ও পত্রিকায় কাজ করেন। পরবর্তীতে শিক্ষা জীবন শেষ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সাকিল আহমাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এদিকে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া থেকে তিনটি হাতবোমা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার একটি ব্রীজের উপর থেকে তিনটি হাতবোমা উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার নওাপাড়া-তেঁতুলবাড়িয়া সড়কের ধলা ব্রিজের ওপর লালকসটেপ মোড়ানো হাত বোমা তিনটি উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য

নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের রাশেদুজ্জামান বলেন, তাঁরা কয়েকজন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা মোটরসাইকেলের হাট থেকে মোটরসাইকেল কিনে তিনটা গাড়িতে একসাথে আসার আসছিলেন। ব্রীজের কাছাকাছি পৌঁছালে কয়েকজন লোক পালিয়ে যায়। ব্রীজের উপর পৌছানোর পর সেখানে লাল কসটেপ মোড়ানো তিনটি হাতবোমা দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন।

পরে গাংনী থানার উপপরিদর্শক পিন্টু সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে এসে বোমা তিনটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে নিয়ে থানায় নেন। স্থানীয় বাসিন্দা অ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ছিনতাইকারীরা। তিনটি মোটরসাইকেলে কেয়েকজন লোক আছে ভেবে ছিনতাইকারীরা মাঠের দিকে পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রেখে প্রাথমিক অবস্থয় নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।